৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ সাল।

এক আনা

20-5-33

কপালকুণ্ডলা

কপালকুণ্ডলা

চরিত্র

কপালকুণ্ডলা	...	উমাশশী
নবকুমার	...	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
কাপালিক	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
মতিবিবি	...	নিভাননী
শ্যামা	...	মলিনা
অধিকারী	...	অমূল্য মিত্র

চিত্রশিল্পী	...	নীতীন বসু
শব্দযন্ত্রী	...	মুকুল বসু
ধারারক্ষী	...	৺শুচীন বসু
সঙ্গীত পরিচালক	...	রাইচাঁদ বড়াল (অবৈতনিক)
ব্যবস্থাপক	...	অমর মল্লিক
চিত্র-নাট্য ও পরিচালক	...	প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

কপালকুণ্ডলা

অনেকদিন—প্রায় তিনশো বছর আগে একবার একদল সাগরযাত্রী তীর্থ-ক্রিয়া সাঙ্গ কোরে দেশে ফিরছিল। পথে ঘন কুয়াসা ও নানা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় তারা পথভ্রষ্ট হোয়ে পড়েছিল। সূর্য্যোদয়ের অনেক পরে কুয়াশা কেটে যাওয়ায় দূরে তীর দেখতে পাওয়া গেল। যাত্রীরা তখন দেখলে

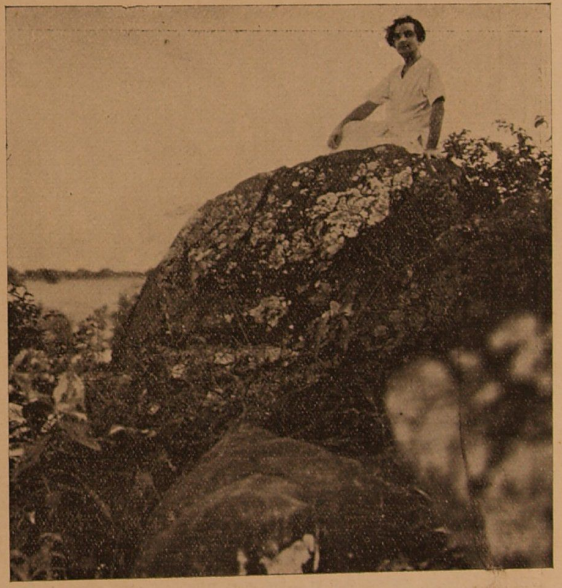

যে, তারা গন্তব্য-স্থানের বিপরীত দিকে এসে পড়েছে। ভাঁটার টানে পাছে নৌকো সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়ে এই ভয়ে তারা তীরে নৌকো লাগিয়ে জোয়ারের অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল।

জোয়ার আসতে দেরী আছে দেখে তারা রান্নার আয়োজনে মন দিলে। আহার্য্যের জন্য চাল-ডাল সবই ছিল কিন্তু কাঠ নেই। নিকটেই জঙ্গল কিন্তু কাঠ আন্‌তে যাবে কে! সে জঙ্গল হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। অবশেষে নবকুমার সাহস কোরে জঙ্গলে চলে গেল।

অনেকক্ষণ কেটে গেল কিন্তু নবকুমারের দেখা নেই। সঙ্গীরা ব্যস্ত হোয়ে উঠ্‌ল কিন্তু বাঘের ভয়ে কেউ সাহস কোরে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকতে চায় না। অনেকক্ষণ আলোচনা করার পর তারা ঠিক করলে যে নবকুমারকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।

সঙ্গীরা চিন্তিত হোয়ে পড়্‌ল—কি করা যায়! এমন সময় মাঝিরা এসে বল্লে যে, জোয়ারের টান লেগেছে—এক্ষুণি নৌকা মাঝ দরিয়ায় নিয়ে যেতে না পারলে আবার বিপদে পড়তে হবে। আর চিন্তা নয়—সকলে হৈ-হৈ কোরে উঠে পড়্‌ল—দু-একজন একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করলে বটে কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর

অন্য সবার উচ্চস্বরে ডুবে গেল। তারা নৌকোয় গিয়ে ওঠা-মাত্র নৌকো ছেড়ে দিলে।

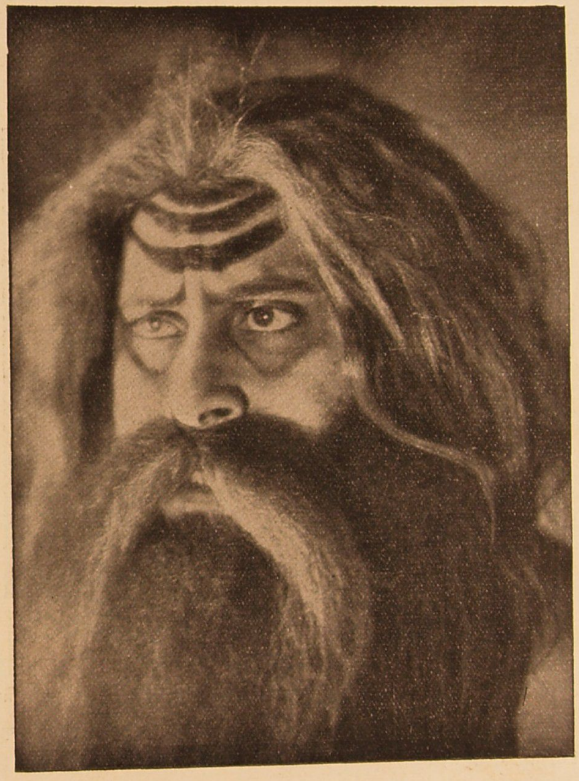

নবকুমার জঙ্গলের বাইরে এসে দেখলে সঙ্গীরা তাকে ফেলে চলে গেছে। অসহায় অবস্থায় সে চারিদিকে ছুটে বেড়িয়ে শেষকালে আশ্রয়ের আশায় জঙ্গলের মধ্যে ঢুক্‌ল। কিন্তু জঙ্গলে আশ্রয় কৈ? চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ

—মধ্যে মধ্যে হিংস্র জন্তুর চীৎকার। শেষকালে নিরাপদ হবার জন্য সে একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে উঠ্‌ল। সেখান থেকে সে দেখতে পেলে দূরে এক জায়গায় আগুন জ্বল্‌ছে। নবকুমার সেই আগুন লক্ষ্য কোরে অগ্রসর হোতে-হোতে এক জায়গায় এসে দেখলে এক নরঘাতক কাপালিক কালী পূজায় মগ্ন।

কাপালিক বোধ্‌হয় পূজার বলির জন্যই সাধনা করছিল। সামনে মানুষ দেখে সে উল্লসিত হোয়ে উঠ্‌ল। সে নবকুমারকে এক পর্ণকুটীরে নিয়ে এসে বল্লে "এইখানে বিশ্রাম কর—যতক্ষণ আমি না ফিরি ততক্ষণ এ স্থান পরিত্যাগ কোরো না।

ঘরে ফল-মূল ও কলসীতে জল ছিল। নবকুমারও ছিল শ্রান্ত। সে ফল আহার কোরে বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়ামাত্র ঘুমের কোলে ঢলে পড়্‌ল।

পরের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে নবকুমার পর্ণকুটীর থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে

দেখা হোয়ে গেল। নবকুমার জীবনে কখনো এমন আশ্চর্য্য হয়-নি। এই বিজন কাননে এই সুন্দরী মূর্ত্তি কোথা থেকে এল। নবকুমার অবাক হোয়ে তার দিকে দখছে—এমন সময় কপালকুণ্ডলা তাকে প্রশ্ন করলে—পথিক তুমি পথ হারিয়েছ?

বিস্মিত নবকুমারের মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হবার আগেই কপালকুণ্ডলা তাকে ডেকে নিয়ে আবার সেই পর্ণকুটীর দেখিয়ে দিলে। যন্ত্রচালিতের মত নবকুমার সেই পর্ণকুটীরে প্রবেশ করলে। এদিকে কাপালিক আগেই সেই পর্ণকুটীরে নবকুমারের সন্ধানে এসেছিল। নবকুমার আসা-মাত্র সে তাকে তার অনুগমন করতে বল্লে।

নবকুমার কাপালিকের অনুসরণ কোরে চলেছে এমন সময় পেছন থেকে কপালকুণ্ডলা এসে তাকে ডেকে বল্লে—কোথায় যাচ্ছ—মৃত্যুর মুখে এমন

কোরে ঝাঁপিয়ে পোড়ো না। নরমাংস নইলে কাপালিকের পূজা হয় না তা কি জান না?

নবকুমার ব্যাপারটা কি ভাল কোরে বোঝবার আগেই কাপালিক এসে তাকে ধরলে। নবকুমার তার কবল থেকে প্রাণপণ চেষ্টা কোরেও নিজেকে মুক্ত করতে পারলে না। কপালকুণ্ডলা কাপালিকের চরিত্র জানত— সে তাকে নিজের মানস-সিদ্ধির জন্য প্রতিপালন করছিল। নবকুমারকে

কেন যে সে ধরে নিয়ে গেল তা বুঝতে পেরে তখুনি সে বধ্যস্থানে গিয়ে খাঁড়া খানা নিয়ে পালিয়ে গেল।

এদিকে কাপালিক নবকুমারকে বধ্যস্থানে নিয়ে এসে তার হাত-পা বেঁধে দেখলে যে, খাঁড়া নেই! কাপালিক বুঝতে পারলে এ নিশ্চয় কপালকুণ্ডলার কাজ। সে চীৎকার করতে-করতে কপালকুণ্ডলাকে খুঁজতে আরম্ভ করলে। এদিকে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পালাতে লাগ্‌ল।

তারা কোনদিকে পালায় তা দেখবার জন্য কাপালিক একটা উঁচু জায়গায় উঠ্‌ল এবং সেখান থেকে পা পিছ্‌লে পড়ে গিয়ে দুই হাত ভেঙে ফেল্লে।

জঙ্গলের প্রান্তেই ছিল অধিকারীর আশ্রম। বনচারিণী কপালকুণ্ডলার

একমাত্র সহায় ও গুরু। সে নবকুমারকে নিয়ে অধিকারীর আশ্রয়ে এসে উপস্থিত হোলো। অধিকারী সমস্ত ব্যাপার দেখে বুঝলেন যে, এর পরে যদি কপালকুণ্ডলা আবার কাপালিকের কাছে ফিরে যায় তা হোলে তার আর নিস্তার নেই। তিনি নবকুমারের পরিচয় নিয়ে জানতে পারলেন যে সে জাতিতে ব্রাহ্মণ। অধিকারী কপালকুণ্ডলারও বংশ-পরিচয় জানতেন, তিনি বুঝতে পারলেন যে, নবকুমার যদি কপালকুণ্ডলাকে বিয়ে কোরে নিয়ে যায় তা হোলে তাকে গ্রহণ করতে কোনো সামাজিক বাধা উপস্থিত হবে

না। নবকুমারের বিবাহ হয়েছে কিনা প্রশ্ন করায় সে বল্লে যে, তার বিবাহ হয়েছিল বটে কিন্তু বিবাহের কিছু পরে তার শ্বশুর মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন সেই সঙ্গে তার স্ত্রীও ধর্ম্মত্যাগ কোরে মুসলমান হন। শ্বশুর আগরায় উচ্চ ওমরাহ্—স্ত্রীর খবর সে কিছুই রাখে না।

অধিকারী অনুরোধ করায় নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ কোরে নিয়ে চল্‌ল।

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে দেশে চলেছে; কপালকুণ্ডলার পাল্কী এগিয়ে গেছে—সে ধীরে ধীরে—পথে বিশ্রাম করতে করতে চলেছে। এমন সময় পথে এক জায়গায় দেখতে পেলে ভাঙা জিনিষ-পত্র ও কয়েকজন নিহত লোক পড়ে রয়েছে।

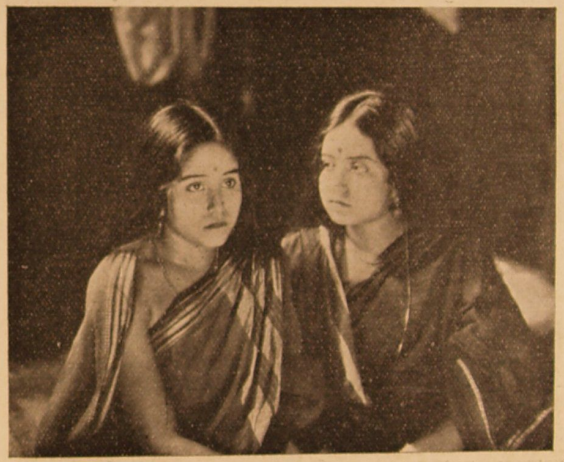

নবকুমার খোঁজ নিয়ে দেখলে যে, একদল পথযাত্রীর ওপর ডাকাতি হোয়ে গিয়েছে। অনেকে মৃত—একটী স্ত্রীলোক আহত হোয়ে পড়ে রয়েছে—অন্যান্য সঙ্গীরা সব পলাতক। নবকুমার স্ত্রীলোকটীকে নিয়ে চটীতে এসে উপস্থিত হোলো—যে চটীতে অনেক আগে কপালকুণ্ডলা এসে তার অপেক্ষায় বসে ছিল। স্ত্রীলোকটী তাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে তার পরিচয় জেনে নিলে।

এ স্ত্রীলোকটী আর কেউ নয়—নবকুমারের প্রথম পরিণীতা স্ত্রী—আগে নাম ছিল পদ্মাবতী এখন মতিবিবি ও লুৎফউন্নিসা।

মতিবিবি আগ্রায় নানা কীর্ত্তি কোরে বেড়াচ্ছিল। সেখানকার

লীলাখেলা শেষ কোরে বাংলায় ফিরছিল। পথে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হোয়ে নবকুমারের সঙ্গে দেখা। নবকুমারকে দেখে আবার তার সুপ্ত প্রেম জেগে উঠল। সে স্থির করলে যেমন কোরেই হোক আবার সে তার পূর্ব্বস্বামীকে আপনার করবেই।

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বিয়ে কোরে বাড়ীতে নিয়ে এল। সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা সরলা কপালকুণ্ডলা। নবকুমার তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে কপালকুণ্ডলাও তাকে ভালবাসে কিন্তু সে ভালবাসা প্রকাশ করতে পারে না। নবকুমার ভাবে যে, কপালকুণ্ডলা বুঝি তাকে ভালবাসে না। সংসারে নবকুমারের কেউ ছিল না। একমাত্র ভগ্নী শ্যামা ছাড়া। শ্যামাও কুলীনের ঘরে পড়েছিল। স্বামী কখনো-কখনো আসে বটে কিন্তু রাত্রে থাকে না। শ্যামার দুঃখের সীমা নেই।

কপালকুণ্ডলাও তার সঙ্গে দুঃখিত। একদিন শ্যামা তাকে বল্লে এক রকম গাছের শেকড়ে স্বামী বশ হয়। কিন্তু সে গাছ অন্য স্ত্রীলোককে তুলতে হয়।

কপালকুণ্ডলা শ্যামাকে আশ্বাস দিলে যে সে গাছের শেকড় সে-ই তুলে নিয়ে আনবে, তার কোনো ভাবনা নেই।

এদিকে কাপালিক কপালকুণ্ডলার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য সপ্তগ্রামে এসে উপস্থিত হোলো। ওদিকে মতিবিবিও সেখানে এসে প্রায়ই নবকুমারকে ডেকে তার প্রেম জানায় আর প্রত্যাখ্যাত হয়।

কপালকুণ্ডলা রাত্রে জঙ্গলে গাছ খুঁজতে যায় একথা জানতে পেরে মতিবিবি স্থির করলে যে, পুরুষের বেশ ধরে সেখানে তার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

সে দিন রাত্রে জঙ্গলে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে মতিবিবির সঙ্গে কাপালিকের

দেখা হয়ে গেল। কাপালিক চায় কপালকুণ্ডলার মৃত্যু কিন্তু মতিবিবি অতখানি চায় না। স্বামীর কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেই সে সন্তুষ্ট। তাদের এই রকম পরামর্শ চল্‌ছে এমন সময় কপালকুণ্ডলা সেখানে এসে পড়ে লুকিয়ে তাদের কথাবার্ত্তা শুনতে লাগ্‌ল। কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ পায়ের আওয়াজ হোয়ে পড়ায় সে মতিবিবির কাছে ধরা পড়ে গেল।

পরদিন কপালকুণ্ডলা একখানি চিঠি পেল। চিঠিতে মতি তাকে সেইদিন সন্ধ্যার সময় তার সঙ্গে জঙ্গলে দেখা করতে অনুরোধ করেছিল। চিঠির তলার স্বাক্ষর ছিল—অহং ব্রাহ্মণবেশী—

দৈবের বিড়ম্বনায় সেই চিঠি নবকুমারের হাতে পড়ে গেল। নবকুমার ভাবলে নিশ্চয় এই ব্যক্তিকেই তার স্ত্রী ভালবাসে।

রাত্রে কপালকুণ্ডলা মতিবিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। নবকুমারও লুকিয়ে তার পেছনে পেছনে চল্লো। কাপালিক নবকুমারের আশায় তার বাড়ীর চারিদিকে ঘুরছিল—নবকুমার বেরুতেই সে তাকে ধরলে। এবং নবকুমারের অন্তরে যে সন্দেহের বীজ রোপিত হয়েছিল নানা রকমে তা আরও বাড়িয়ে তুল্লে এবং তাকে নিয়ে গিয়ে—যেখানে মতিবিবি ও কপালকুণ্ডলা দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা বলছিল, দূর থেকে তা দেখিয়ে দিলে। পুরুষের-বেশী মতিবিবিকে নবকুমার চিনতে পারলে না - কাপালিকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোলো।

কাপালিক নবকুমারকে দিয়ে কপালকুণ্ডলাকে বধ্য ভূমিতে নিয়ে চল্লো কিন্তু তাকে স্নান করাতে গিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারলে। সে কপালকুণ্ডলাকে গৃহে ফিরে চলতে অনুরোধ করলে কিন্তু তারা গৃহে ফেরবার আগেই নদীর পাড় ধ্বসে কপালকুণ্ডলা জলমগ্না হোলো! নবকুমারও তার সঙ্গে জলে লাফিয়ে পড়্‌ল—আর উঠ্‌ল না।

গান

(১)

সই পীরিতি পিয়া সে জানে
যা দেখি যা শুনি চিতে অনুমানি
নিছনি দিয়ে পরাণে ॥
মো যদি সিনানি আ,গলা ঘাটে
পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল
পরশ লাগিয়া বাহু পশারিয়া রয়।
বসনে বসন লাগিবে লাগিয়া
একই রজকে দেয়।
মোর নামের আধ আখর পাইলে
হরিষ হইয়া লয়।
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়া
ঘুরয়ে কতেক পাকে
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিকে
সে দিকে সে মুখে রয়।

——

(২)

সখি কি পুছনি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নৌতুন হোয়।
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপতি ভেল।
সেই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গমাওল
না বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

—

(৩)

যতনে যতেক দিন পাপে গোয়াইনু
অব মুঝে ঠাঁই দেহ পায়
মরণক বেরি হেরি কোই ন পুছত
করম সঙ্গে চলি যায়
এ মায়ি বন্দো তুয় পদ নায়।
তুয় পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি
পার হওব কওন উপায়।
যাবত জনম হাম তুয় পদ না সেবল
জীবন বিষম ভার ভেলি
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়ল
সম্পদে বিপদহি ভেলি

—

PRINTED BY
KAMALA KANTA DALAL AT THE KANTIK PRESS
44, KAILAS BOSE ST., CALCUTTA.